

১৯শে মে, ১৯৬১

শিলচর

বাঙালির রক্তে রাঙা অমর
উনিশে মে। কিন্তু ঠিক কি
ঘটেছিল আজ থেকে ৪৫
বছর আগে। জানাচ্ছেন অর্গব।

দেশ স্বাধীন হ'ল ১৯৪৭-এ। কিন্তু স্বাধীনতা কি পেল সকল জাতি?
১৯৫৬-এ জাতিভিত্তিক রাজ্যগঠিত হ'ল। প্রত্যেকটি ভাষা পেল নিজস্ব ভূখণ্ড। এমনি করেই বিহার-ভুক্ত বাঙালি পুরুলিয়া ও ইসলামপুর জুড়ল পশ্চিমবঙ্গের সাথে। কিন্তু পূর্ব ভারতের বাঙালি রাজ্য ত্রিপুরার উত্তরে যে একফালি উপত্যকা বাঙালি অধ্যুষিত সেই অঞ্চলটিকে অযৌক্তিকভাবে জুড়ে দেওয়া হল অসম রাজ্যের সঙ্গে। স্বাধীন দেশে এইসব বাঙালিরা হ'ল অসমের কলোনীর বাসিন্দা। অসম রাজ্য সরকার এইসব বাঙালিদের উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করে প্রথম থেকেই। এর প্রতিবাদের পারাও চড়ছিল একটু একটু করে। কিন্তু সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে। শিলচর রেলস্টেশনের কাছে এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অবস্থানে অসম পুলিশের নির্বিচার গুলি বর্ষণে শহীদ হলেন কমলা ভট্টাচার্য্য, হিতেশ বিশ্বাস, তরনী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, চন্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র কুমার দেব, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ রঞ্জন দাস ও বীরেন্দ্র সূত্রধর।

শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সরকারের কাছে হয়ে ওঠে বিভীষিকা। তবে এই এগারো শহীদের রক্ত বৃথা যায় নি। এই আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু বরাক ভাষা আন্দোলনের এই ঘৃণ্য হত্যার অধ্যায়ের কারণানুসন্ধানের জন্য গঠিত মালহোত্রা কমিশন দীর্ঘ ৪৫ বছরেও এর সুবিচারের বন্দ্যোবস্ত করতে ব্যর্থ। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি এখনও। উপরন্তু খবরে প্রকাশ, অসম রাজ্য সরকারও নানা ভাবে এই অঞ্চলের বাঙালিদের উপেক্ষা করছেন, অবহেলা করছেন।

এই সবেের সাথে রয়েছে ১৯শে মে'র অস্বীকৃতি। না ভারতে, না বাংলাদেশে, কোথাও আছে এই আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি। তাই ৬১'র আন্দোলন ফুরিয়ে যায়নি এখনও। এই আন্দোলন চলুক বঙ্গের ঘরে ঘরে। বাংলার দাবি আদায়ের জন্য। বরাক উপত্যকায় পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ বাঙালি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক।

জয়তু উনিশে, জয়তু বঙ্গদেশ।

৪ঠা বৈশাখ, ১৪১৩

বেহালা, কলকাতা

<http://groups.yahoo.com/group/sahitya/>